দৈনিক বাংলা

তারিখ ...৭।১।৮১ ... ...
পৃষ্ঠা... .. ..কলাম... ... ...

প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি

আমরা ১৯৭৯ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে এইচএসসি পরীক্ষা পাস করেছি। আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিলো দক্ষ প্রকৌশলী হয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করবো এবং তাতে করে দেশের স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলবো। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে—বাংলাদেশের তিনটি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের একটিতেও গত বৎসর কোন ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা হয়নি। এবং এ বৎসর ও ভর্তির কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। উল্লেখ্য প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হবো এই আশা নিয়ে কেউও ভর্তি না হয়ে ইতিমধ্যেই একটি বৎসর অপচয় করেছি এবং এখনো ভর্তি হবো। এই এই আশা নিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গত ২৩-১২-৮০ ইং তারিখে দৈনিক বাংলার সম্পাদকীয় কলামে যা লেখা হয়েছিলো তার সঙ্গে আমরাও একাত্মতা ঘোষণা করছি এবং সেখানে যে কতকগুলি ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে আমরা সম্মানিত পাঠক সমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করছি— ১। ১৯৭৯-৮০ শিক্ষা বর্ষে প্রকৃত পক্ষে চট্টগ্রাম প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে কোন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়নি। ১৯৭৮-৭৯ শিক্ষা বর্ষে যাদের ভর্তি করা হয়েছিলো তাঁদের ক্লাশ শুরু হয় গত ২৬শে নবেম্বর ১৯৭৯ ইংরেজীতে। ২। প্রকৃত পক্ষে তিনটি প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ের কোনটিতেই গত বৎসর ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়নি। তাই এই

(৬-এর কঃ দ্রঃ)

(৮-এর কঃ পর)

মহাবিদ্যালগুলিতে ভর্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না। ৩। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়গুলিকে যদি স্বায়ত্বশাসিত করা এবং শিক্ষকদের আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা যেতো। তাহলে সমস্যা এত প্রকট হতো না। উদাহরণ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। অতএব আমরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিকট অনুরোধ করবো অহেতুক শিক্ষক সংকটকে পূঁজি না করে বার বার ছাত্রদের ভর্তি থেকে বঞ্চিত না করে জাতীর বৃহত্তর স্বার্থে অবিলম্বে ভর্তির জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

—মোঃ আবুল মনসুর
চট্টগ্রাম।